চণ্ডীমা ফিল্মস নিবেদিত

আমার অভাগী মায়ের আমি চোখের জলের প্রতীক

রঙীন

চণ্ডীমা ফিল্মস্-এর তৃতীয় নিবেদন

প্রতীক

রঙীন

কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ
ও পরিচালনা
প্রভাত রায়

সঙ্গীত পরিচালনা
বাপী লাহিড়ী

প্রযোজক
প্রণব বসু

সহযোগী প্রযোজক
দিলীপ খাঁ-ইন্দ্রাণী খাঁ

চিত্রগ্রহণ : **কৃষ্ণ চক্রবর্তী**

শিল্প-নির্দেশনা : **কার্তিক বসু-সূর্য্য চ্যাটার্জী**

সম্পাদনা : **প্রণব ঘোষ** কর্মসচিব : **সন্দীপ পাল**

তত্ত্বাবধানে : **সুখেন চক্রবর্তী** নৃত্য-নির্দেশনা : **পাপ্পু খান্না**

ফাইট কম্পোজার : **মসুদ প্যাটেল** রূপসজ্জা : **মনতোষ রায়**

কেশবিন্যাস : **কল্পিতা বসু** সঙ্গীতগ্রহণ : **সানি সুপার সাউণ্ড (বম্বে)**
মেহবুব রেকর্ডিং সেন্টার (বম্বে)

প্রচার পরিকল্পনা : **প্রণব বসু**

প্রচার অলংকরণ : রূপায়ণ স্থিরচিত্র : পরিমল চৌধুরী
পরিচয়লিপি : নিতাই বসু সহকারী পরিচালনা : পল্লব ঘোষ
সহকারীবৃন্দ : পরিচালনা : তপন মুখার্জী-সনৎ ভদ্র
চিত্রগ্রহণ : মাধব মণ্ডল, উৎপল চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনা : মহাদেব সেন,
বাবলু গুহ, সহকারী : সতীশ দাস। রূপসজ্জা : নিমাই দে
সাজসজ্জা : বিশু চক্রবর্তী-ডালিয়া-দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই
শিল্প নির্দেশনা : অনিল পাইন-অশোক দাস

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : **এন. টি. (১নং) স্টুডিও ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিও**

রঙিন চিত্র পরিস্ফুটন : **রূপায়ণ**

শব্দ পরিস্ফুটনে : **জ্যোতি চ্যাটার্জী-অনুপ মুখার্জী**

তত্ত্বাবধানে : **এন. এফ. ডি. সি,** শব্দ-পুনযোজনা : **কুলদীপ সুদ**
আনন্দ রেকর্ডিং স্টুডিও (বম্বে)

নেপথ্য-কণ্ঠ-শিল্পী : **লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মুন্না আজিজ ও বাপী লাহিড়ী**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : **অজামিলভূষণ খাঁ, ভিক্টর ব্যানার্জী, নীলিমা পাল, অভিজিৎ দে, অজয় রায়, মৈনাক টুরিস্ট লজ, ফণী মজুমদার** (সুকনা ফরেস্ট) **স্বপন গুহ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎবল্লভপুরের গ্রামবাসীবৃন্দ ও প্রসাদ পত্রিকা**

ক্যাসেট ও রেকর্ড পরিবেশনায় :
গাথানী রেকর্ডস কোং

কাহিনী

একটি লম্বা কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার উল্টোদিক থেকে একটি মহিলা—নাম সুনন্দা হেঁটে আসছে। ও সধবা নয়, বিধবা নয়। আবার কুমারীও নয়। সুনন্দা সমাজের চোখে অসতী কারণ ওর জীবনে এক অঘটনের ফলে এক অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়েছে। সুনন্দা যার নাম রেখেছে "প্রতীক" এবং প্রতীক শুধু প্রতীক নয় সমাজের চোখে প্রতীক বেজন্মা। কিন্তু প্রচন্ড অভিমানে সেই পুরুষটির নাম উচ্চারণ করেনি সুনন্দা। কাউকে জানতে দেয়নি কে প্রতীকের জন্মদাতা। দিনের পর দিন হাজার মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেও সে মানুষ করে চলেছে প্রতীককে। কিন্তু একদিন সুনন্দা তার সন্তানের মানসিক যন্ত্রণা দূর করার জন্য তাকে জানিয়ে দেয় তার পিতৃপরিচয়। প্রতীক জানতে পারে তার বাবার নাম সুধাংশু মুখার্জী। সুনন্দা বলে, সুধাংশু এক

বিখ্যাত প্রতিপত্তিশালী ঐশ্বর্যবান পুরুষ, শিলিগুড়িতে থাকেন। বিরাট কাঠের ব্যবসা আছে। প্রতীক প্রতিজ্ঞা করে—সে যেমন করেই হোক সুধাংশু মুখার্জীকে দিয়ে তার মায়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরাবেই। তার মায়ের 'অসতী' বদনাম দূর করবেই। সুধাংশু মুখার্জী এখন বিবাহিত। স্ত্রী মৃণালিনী এবং দুই পুত্র সুপ্রকাশ ও সুশোভনকে নিয়ে তার সুখের সংসার কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে তাকে বিরক্ত করে পাশের জঙ্গলের মালিক শিবনারায়ণ হাজরা। সুধাংশু মুখার্জীর ম্যানেজার জীবনময়ের মেয়ে পল্লবী কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এখন তার বিপত্নীক পিতার কাছে এসে থাকে এবং এখানকার কুলীমজুরদের

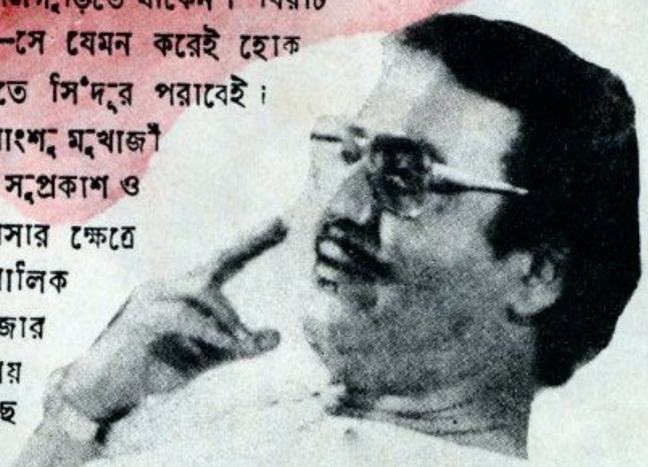

বাচ্চাদের পড়ায়। এই স্কুল এবং বাচ্চাদের নিয়ে এই জঙ্গলে ভালই আছে। শুধু মাঝে মাঝে সুপ্রকাশ মুখার্জী তাকে অশান্ত করে তোলে। সুপ্রকাশ পল্লবীকে ভালবাসতে চায়। সুধাংশু মুখার্জীর ছোট ছেলে সুশোভন কুলীদের সর্দার রঘুবীরের মেয়ে মোতির প্রেমে পড়ে। শিলিগুড়ির জঙ্গলের—মাটাগুড়ির এই জীবন যাত্রার মাঝখানে এসে পৌঁছায় প্রতীক বেজম্মা। প্রথমে প্রতীক সুধাংশু মুখার্জীর স্ত্রী মৃণালিনীর মন জয় করে মন্দিরে পুজোর সময় গান গেয়ে। কুলীদেরও মন জয় করে সে—সুধাংশুর কাছ থেকে বিদেশী মদ নিয়ে এসে খাওয়ায় তাদের। তাদের পরবে গান গায়। পল্লবীকে রাতের অন্ধকারে সুপ্রকাশের হাতে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। পল্লবীর ভাল লাগে প্রতীককে, সুশোভনের মন জয় করে। প্রতীক শিবনারায়ণের সঙ্গেও হাত মেলায়। এইবার শুরু হয় প্রতীকের চাল। প্রতীক করিম মিঞার ছদ্মবেশ ধরে সুধাংশুর কাছে যে সব ব্যবসায়ীরা কাঠ কিনতে এসেছিলো তাদের মন জয় করে এবং শিবনারায়ণের দিকে নিয়ে যায় কাঠ কেনাতে। সুধাংশু ধরে ফেলে এই চাল। কিন্তু প্রতীক মুখের ওপর বলে ইটের জবাব পাথর দিয়েই দিতে হয়। সুধাংশুর ব্যবসা বন্ধ হয়। ছোট ছেলে সুশোভনও বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে মোতিকে বিয়ে করতে চায়। কারণ মোতি তার সন্তানের মা হতে চলেছে। প্রতীক সুশোভনের সঙ্গে মোতির বিয়ের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে কলকাতায় সুনন্দা সব জানতে পারে, সে শিলিগুড়ি এসে হাজির হয়, সুনন্দা সুধাংশুর মন্দিরে গিয়ে দেখে সে তারই মাসতুতো বোন মৃণালিনী সুধাংশুর স্ত্রী। সুনন্দা প্রতীককে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। সুশোভন মোতি যখন বিয়ের পর প্রণাম করতে যায়—প্রতীক বাধা দেয়, বলে, আমি বেজম্মা আমায় প্রণাম করলে তোদের অমঙ্গল হবে। হঠাৎ প্রতীক দেখে তার সামনে সুনন্দা দাঁড়িয়ে। সুনন্দা প্রতীককে বলে আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি বাবা—চল। প্রতীক রাজী হয় না। এমন সময় উত্তেজিত সুধাংশু মুখার্জী ও সুপ্রকাশ সেখানে হাজির হয়। সুনন্দা লুকিয়ে পড়ে গাছের আড়ালে। সুপ্রকাশ প্রতীককে বলে, "তোমার এতোবড়ো সাহস হয় কি করে যে তুমি আমার ছেলের বিয়ে একটা বস্তির মেয়ের সঙ্গে দাও", সুশোভন বলে, আমি প্রতীকদাকে নিজের দাদার মত শ্রদ্ধা করি—যা বলতে হয় আমাকে বল। সুধাংশু আরো রেগে যান, সুপ্রকাশকে আদেশ করেন সুশোভনকে উচিত শিক্ষা দিতে। সুধাংশু মুখার্জী বলে, তুই হচ্ছিস যতো নষ্টের গোড়া—সে প্রতীককে চাবুক মারতে শুরু করে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুনন্দা অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে—প্রতীকের প্রতিটা আঘাতের যেন তিনি প্রতিঘাত পান। সুধাংশু মুখার্জী আরো ক্ষেপে ওঠেন, তিনি জীপ থেকে বন্দুক বার করে প্রতীককে লক্ষ্য করে গুলি চালান···এরপর আর নয়। সমাপ্তি অংশটুকু জানার জন্য দেখুন "প্রতীক" ছায়াছবিটি।

অভিনয়ে : রাখী গুলজার, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, রুপা গাঙ্গুলী, পাপিয়া অধিকারী, সুমন্ত মুখার্জী, উৎপল দত্ত এবং তাপস পাল ও চিরঞ্জীত চক্রবর্তী,

শক্তি ঠাকুর, সুভাষ বসু, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, দেবিকা মিত্র, গীতা নাগ, অনিমা সেন, জয়শ্রী রায়, বঙ্কিম ঘোষ, তপন মিত্র, নিমু ভৌমিক, স্বপন বিশ্বাস, অজিত ঘোষ, মণি হালদার, কিরণ মৈত্র, সমীর মুখার্জী, পল্লব ঘোষ, বলাই মুখার্জী, প্রভাত মুখার্জী, সুশীল চক্রবর্তী, রাজা, অমি মল্লিক, প্রবীর চ্যাটার্জী, বাবলু সম্মাদার, অর্জুন ভট্টাচার্য, বিজন সাহা, কুমার, সোমনাথ, কৃষ্ণগোপাল শেঠী, চঞ্চল মুখার্জী, অচিন্ত্য মজুমদার, সায়ন মিত্র ও মাঃ স্বর্ণেন্দু ও মাঃ সন্দীপ।

সংগীত

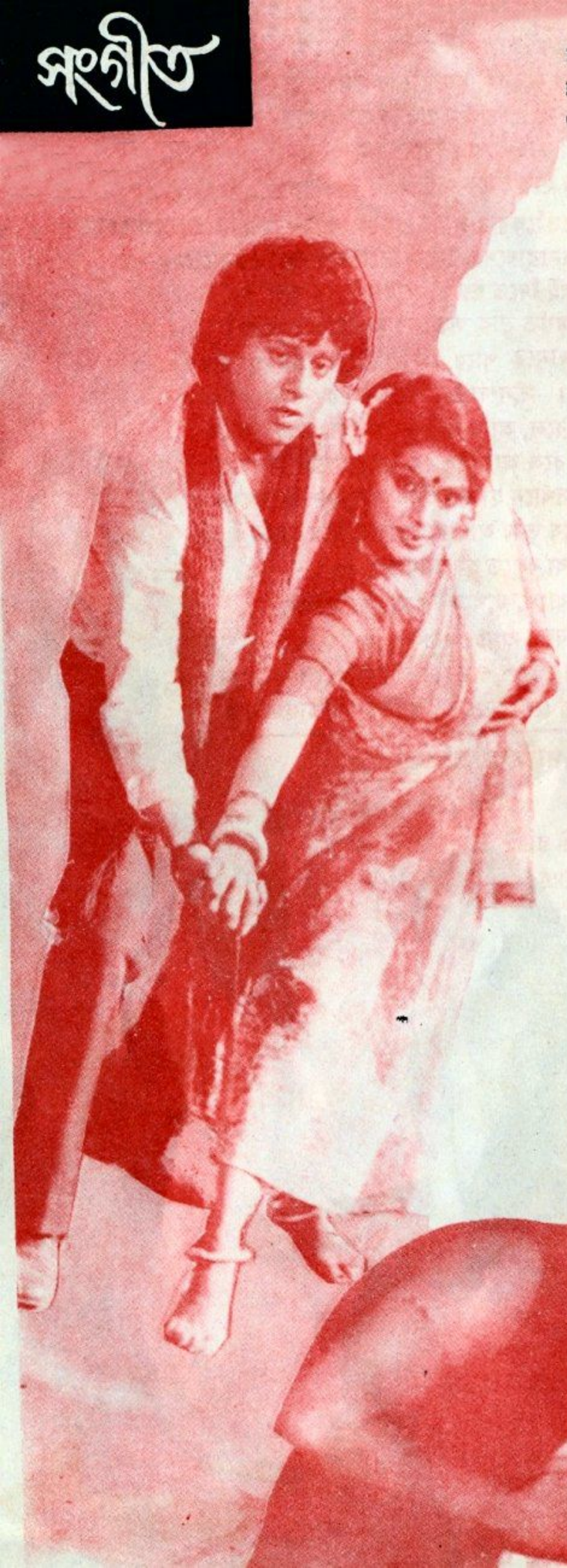

(১)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু চরাচর কর হে পালন
তুমি বিদ্যা তুমি বুদ্ধি মতি গতি
সবরই কার
আমার পথের দিশা তুমি বলে দাও
মন প্রাণ ভক্তি প্রেম সব তুমি নাও
কোন অভিযোগ নাই মনে কোন খেদ না
সব ছেড়ে নিয়েছিতো তোমারই স্মরণ
মরণের কৃষ্ণ নাম লেখা মোর আছে যে
কপা
আজ মন কৃষ্ণময় হয়ে গেছে সব দুঃখ ভু
পড়ে আছি কলঙ্কের ফুল হয়ে
তব শ্রীচরণে আমি অভিশাপ নিয়েছি স্মর
তাই যদি হয় তবে কেন এত অবিচার
অপরাধ করে কেউ সাজা হয় কার
কেন কাঁদে অভাগিনী তোমার চরণে
সব ছেড়ে সব ভুলে নিয়েছি স্মরণে
জবাব দাও—জবাব দাও—জবাব দাও—
জবাব দা

(২)

ধর ধর ধর করি গায়ে
ধরলোরে যৌবন
তাই মর মর মর করি কাছে
আসলো সে মরণ

ও বাবু—শুন কেনে—আই কেনে
ওই সবার চোখে ধিকি ধিকি
মনের আগুন জ্ব
মন করেছে তাইতো ওরা
আগুন নিয়া খে
পিরীতির বায়না করে তখন সবাই
চাইতে আসে ম

জানতে যদি চাও মনকে
আসতে কাছে হবে
দূর থেকে কি দেখে চোখে
মানুষ চেনা যাবে
চোখ ভুল করতে পারে
দেয়না ধোঁকা মন

ভালবাসার নেশায় ডুব ডুব ডুব
ডুবে যাওয়া ফুলকি
মন ফুল ফুল ফুল হোলো আজকে
আগুনের ফুলকি
করলে নেশায় মনের তখন

বেড়ে যে যায় অনেক ওজন

ও বাবু—শুন কেনে—আই কেনে

বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাক
বেদনার যত দাগ
সরে গিয়ে মেঘ ছড়িয়ে পড়ুক
ভালবাসা অনুরাগ
বাতায়নে ভিজে ভিজে চোখ
চাইবে তোমার পথ
মনের অঙ্গনে আজকে এসেই
পেঁছাবে স্বপ্নের রথ
মোহনায়—নদী—সাগরে
নিজেকে—করবে—সমর্পণ

(৪)

মন ভরে যায় দেখে ঘুম ঘুম ফুলে ভরা বন
কতোবার দেখেছি তো ভিজে যাওয়া
এ বনের মন
এখানে আকাশ নীল যাযাবর
মনটাকে ডাকে
চলার চিহ্ন নিয়ে পড়ে থাকা পথটার বাঁকে
বৈরাগী দিন যেনো যেতে যেতে
থামে শুনে
নেশা ধরা পাখীর কুজন
আমার মনের কথা ফুল হোয়ে ফুটে আছে
কারো মনেতে এখানে
স্বপ্নের স্বপ্নের দাগ কতো দাগ কতো
ছড়িয়ে রয়েছে পড়েছে যেখানে সেখানে
সোনালী আলোর ঝাঁক সবুজের হাটে
এসে নামে
মুগ্ধ পথিক মন ভাবনার তীরে এসে থামে
শীতল ছায়ার তলে মনের মানুষ নিয়ে
ঘর পেতে বসেছে জীবন

(৩)

বৃষ্টি অনাসৃষ্টি শির শির শির করে মন
ঝির ঝির ঝরে ঝর ঝর ঝরে
রুনু ঝুনু করে মন
কেন কাঁদে কেন কাঁদে আকাশ এমন এমন

তোমার বাঁশীতে শুধুই যেন বে
উদাসীর সুর বাজে
আলো নিয়ে কতো আসবে তো
সুখ সেজে আলোর সাজে
কুয়াশার ধোয়া সরিয়ে আশা
করবে আলিঙ্গন

ছায়াছবি নয়! প্রাণের আকুতিতে জীবনের

প্রতিচ্ছবি!

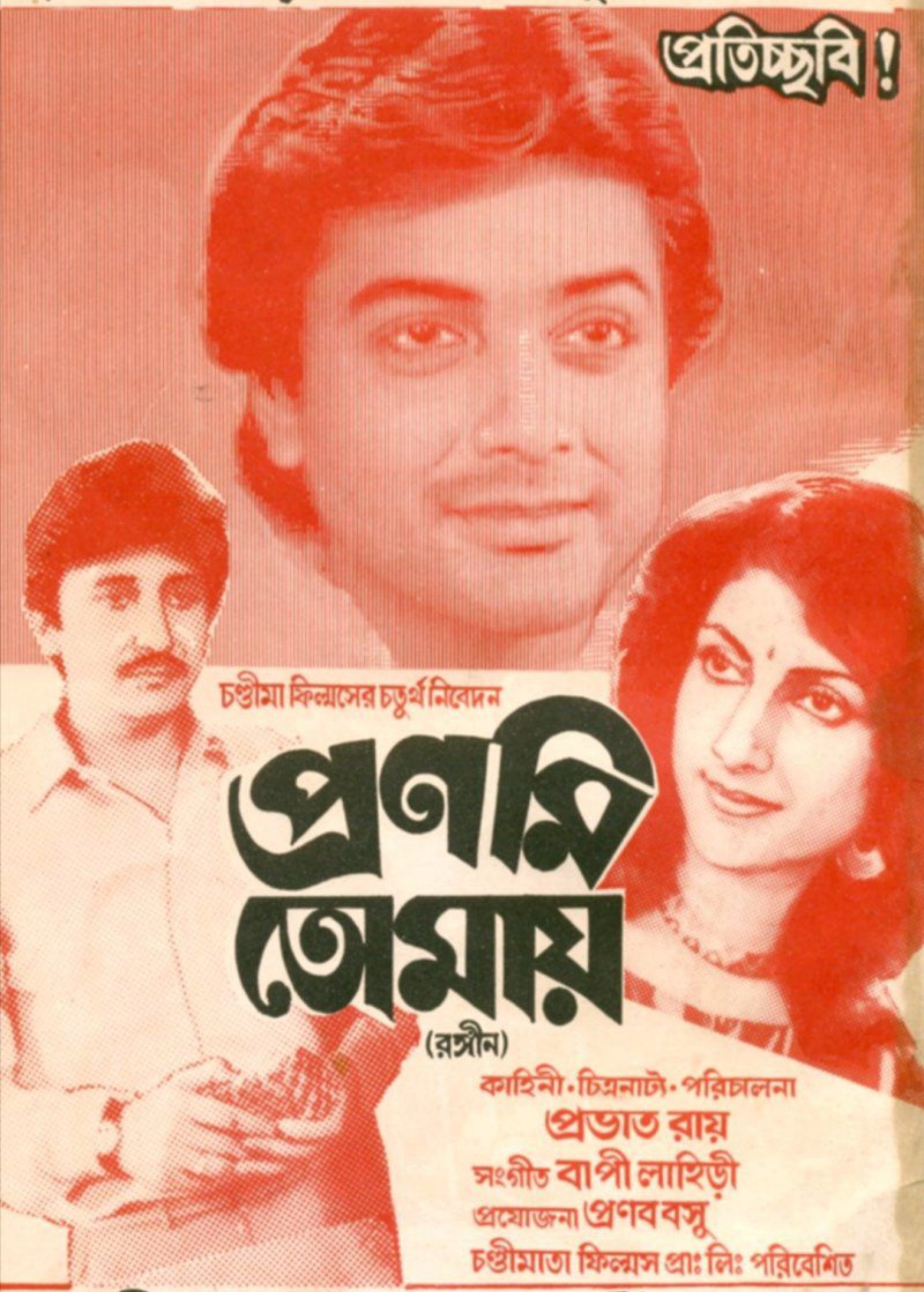

চণ্ডীমা ফিল্মসের চতুর্থ নিবেদন

প্রণাম তোমায়

(রঙীন)

কাহিনী • চিত্রনাট্য • পরিচালনা

প্রভাত রায়

সংগীত **বাপী লাহিড়ী**

প্রযোজনা **প্রণব বসু**

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের পরবর্তী আকর্ষণ